উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫)

প্রকাশনায় :

উপজেলা পরিষদ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকাল :
২০২১ ইং

স্বত্ব ও প্রকাশনায়

উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।

সম্পাদনায়

মো. হাবিবুর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সহযোগী সম্পাদনায়

মো. ওয়ারেছ আলী
অফিস সুপার

মো. আতিকুল ইসলাম
উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
ইউজিডিপি, স্থানীয় সরকার ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।

প্রচ্ছদ

মো. মোজাফ্ফর আলী, কুড়িগ্রাম ।

মুদ্রণে

শাহী প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্
কলেজ রোড, কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭১২-৫৪৬৩৫৬
ইমেইল: shahiprinting.press@gmail.com

বাণী

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এতে জনগণের প্রত্যাশিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিবিড় সম্পৃক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পাঁচটি নদী বিধৌত নাগেশ্বরী উপজেলার কিয়দংশ চরাঞ্চল। এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানক্রম অগ্রসরমান জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করা না গেলে সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হবে। আর এ লক্ষ্যে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসু হবে মর্মে আমি আশা করি।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের অগ্রণী ভূমিকা পালনকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ মহতি উদ্যোগ গ্রহনের ফলে এ উপজেলার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল ও ফলপ্রসু হবে এ প্রত্যাশা রাখছি।

আমার বিশ্বাস প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি এ উপজেলার জনগণ তাদের কাঙ্খিত সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

নাগেশ্বরী উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও প্রকাশনায় তাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদেরকে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।

বাণী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলার পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায় সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলা আর্থ-সামজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পপনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায় বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৫) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নাগেশ্বরী উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ থেকে ২০২৫ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি- বেসরকারি খাতে অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দয়ো হয়েছে। জনগণের সার্বিক উন্নয়ণের জন্য অংশিদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে নাগেশ্বরী উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষম সমন্বয় সম্ভব হবে বলে আশা করি। জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই নাগেশ্বরী একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

আমি নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৫) প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা বিভিন্ন বিভাগের অফিসারসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নুর আহমেদ মাছুম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাঙ্খার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৫) নাগেশ্বরী উপজেলার প্রায় ৩,৯৪,২৫৮ জন জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার মাইল ফলক হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন নানা চরাই উৎরাই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদামাফিক সেবা সরবরাহে বড় বাধা। এছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের বাধা সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ দ্বারা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্ট্রিগেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর সাহায্যে নাগেশ্বরী উপজেলার ০৫ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২০২৫ বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৫) প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

মোস্তফা জামান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদকীয়

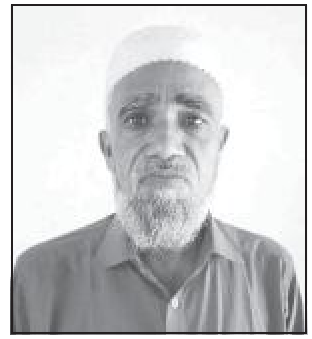

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল ও স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বা নীতিমালা থাকা আবশ্যক।

উপজেলা প্রশাসন নাগেশ্বরী এ উপজেলাটিকে একটি আদর্শ ও গতিশীল উপজেলায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগেশ্বরী উপজেলার পরিকল্পনা ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ বই আকারে প্রকাশ করা হলো।

বিভিন্ন কার্যালয় হতে আহরিত তথ্যাদি সমন্বয় সাধনে কিংবা মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা নজরে আনলে কৃতার্থ হবো। সর্বোপরি ভুল ত্রুটি মার্জনা করে এ উপজেলাটিকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে সুধিজনের আদেশ/পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। যে সমস্ত দপ্তর/অধিদপ্তর পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য উপাত্ত প্রদানে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মো. হাবিবুর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

নাগেশ্বরী উপজেলার মানচিত্র

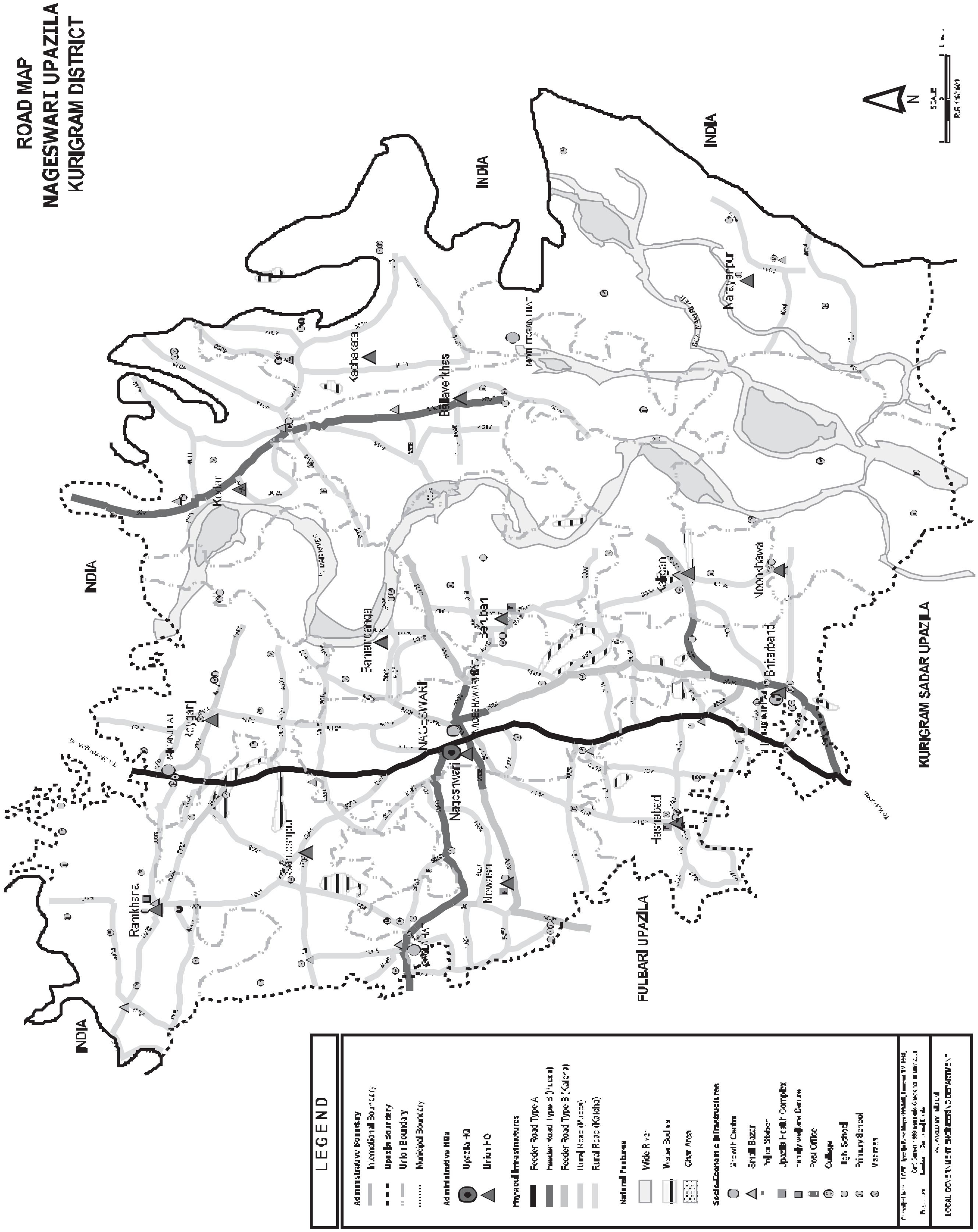

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট	০৯-১৫
০২	ছবি	১৬-১৯
০৩	তথ্য শ্রেণি	২০-২৫
০৪	সমস্যা সমূহের বিবরণ	২৬-৩৪
০৫	বাজেট সার সংক্ষেপ	৩৫-৪০
০৬	প্লান	৪১-৪৮
০৭	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২৫	৪৯-৬১
০৮	ইউনিয়ন সমূহের তথ্য	৬৩-৭২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এমডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এমডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম এবং উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের সহায়তায় এই তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের সকল স্টেক হোল্ডারদের অর্থাৎ স্থায়ী কমিটিসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগ/সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রনয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

নাগেশ্বরী উপজেলার নামকরণ ঃ

নাগেশ্বরী নদীর নামকরণের সাথে জড়িয়ে আছে নাগেশ্বরী উপজেলার নামকরণ। নাগেশ্বরী নদীর নাম অনুযায়ী এ এলাকার নাম হয় নাগেশ্বরী। নাগেশ্বরী নদীর নামকরণ নিয়ে দু'টি মত প্রচলিত আছে। নাগা সন্যাসীরা পুঁজা অর্চনা করতে আসতো নাগেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের পশ্চিমে নাগেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত মন্দিরে। এ থেকে এ নদীর নাম নাগেশ্বরী। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এ নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির নাগ বা সাপ, যেমন-শীষ নাগ, কাল নাগ, পঙ্খীরাজ নাগ, দুধ নাগ ইত্যাদি থাকতো। তাই এ নদীর নাম হয়েছে নাগেশ্বরী। আর নাগেশ্বরী নদীর নাম অনুযায়ী এলাকার নাম হয়েছে নাগেশ্বরী। বর্তমানে নাগেশ্বরী নদী মৃত হয়ে নাগেশ্বরী বিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

নাগেশ্বরী উপজেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

অতীতে এ উপজেলা প্রাচীন কামরুপ বা প্রাক জ্যোতিষপুর রাজ্যের অধীনে ছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দিন খিলজী কামরূপ দখল করেন। এ সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অর্থাৎ সমগ্র নাগেশ্বরী তাঁর হস্তগত হয়। বাদশা মোহাম্মদ শাহর আদেশে তাঁর ভাগ্নে মালিক খসরু কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে চীন বিজয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু অতিবৃষ্টি দুর্গম পথ ও পাহাড়ী ঢলের কারণে বিপক্ষ দলের আক্রমনের শিকার হয়ে এক লক্ষ অশ্বারোহী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি বিফল হয়ে ফিরে আসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোমগণ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশ (গোয়ালপাড়া জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম অঞ্চল) দখল করে এর নামকরণ করেন অহম রাজ্য। এ সময় কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় কামাতাপুর নামে একটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয়। এ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল বর্তমান কুড়িগ্রামের রৌমারী, রাজিবপুর ব্যতীত কুড়িগ্রামের সমগ্র অঞ্চল ও আসামের গোয়ালপাড়া এবং ধুবড়ী। সে সময় নাগেশ্বরী কামাতাপুর রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডের নিকটবর্তী কামাত আঙ্গারিয়া গ্রাম কামাতপুর রাজ্যের ঐতিহ্য বা সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

গৌড়ের সুলতান বারবক শাহ'র সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজী ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ জয় করেন। এ সময় বৃহত্তর রংপুর জেলা তাঁর হস্তগত হয়। নাগেশ্বরীর সন্তোষপুর নামক স্থানে শাহ ইসমাইল গাজীর সাথে কামরূপের অধিপতি কামেশ্বরের যুদ্ধ হয় বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামাতাপুর রাজ্যে খেন বংশীয় হিন্দু রাজারা কিছুকালের জন্য রাজত্ব করেন। ১৫০৬ সালে তরবক খাঁ নাগেশ্বরী তথা কামাতাপুর রাজ্য দখল করতে বিশাল নৌবহর নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে আগমন করেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। পরবর্তীতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'র দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সুযোগে বিষ্ণু নামক একজন কোচ সরদার আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৎকালীন বৃহত্তর রংপুরের একাংশ দখল করে এর নামকরণ করেন কোচবিহার। এ সময় নাগেশ্বরী কোচবিহারে অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোচবিহার স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিরাজমান ছিল।

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ বাংলাদেশ দখল করার সময় নাগেশ্বরী অঞ্চলকে কোচবিহার থেকে সুবে বাংলা প্রদেশের অধীনস্থ করেন। তিনি শাসন কার্যের সুবিধার্থে তৎকালিন পুরো বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। এর একটি হলো ঘোড়াঘাট সরকার (বর্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত)। নাগেশ্বরী তখন ঘোড়াঘাট সরকারের অধীনে ছিল। তিনি এর কিছুদিন পর ঘোড়াঘাট সরকারের কিছু অংশ তথা বাহারবন্দ (বর্তমানে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা) ভিতরবন্দ (বর্তমানে নাগেশ্বরী উপজেলা) পাঙ্গা (বর্তমানে বড়বাড়ী) কোটেশ্বর, গয়বাড়ী (বর্তমানে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা) পূর্বভাগ (বর্তমানে ফুলবাড়ী উপজেলা) পাটগ্রাম (লালমনিরহাট জেলার অধীনস্থ উপজেলা) ভবানীগঞ্জ (গাইবান্ধা জেলার অধীনস্থ উপজেলা) প্রভৃতি নিয়ে বাঙ্গালভূম সরকার গঠন করেন। যেহেতু এ এলাকা সবাই দখল করতে চাইতো তাই শেরশাহ এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এর নামকরণ করেন "সরকার বাঙ্গালভূম" বা বাংলার ভূমি। শেরশাহ'র মৃত্যুর পর কোচ রাজা ১৫৪৫ সালে সরকার বাঙ্গালভূম নিজ দখলে নিয়ে আসেন। সম্রাট আকবরের সময়ও এ অঞ্চল মোঘলরা কোচদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। ১৬৬১ সালে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং সরকার বাঙ্গালভূম উদ্ধার করেন। এ সময় মীর জুমলা ভূরুঙ্গামারী উপজেলার মোঘলকাটায় প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। দ্বিতীয়বার তিনি ফিরে যাবার সময় ১৬৬৩ সালে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে আসামের মানকের চরে মৃত্যু বরণ করেন। আসামের একটি পাহাড়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ পাহাড়টি বর্তমানে মীর জুমলা পাহাড় নামে পরিচিত। তখন থেকে নাগেশ্বরী মোঘল এবং তাদের সৃষ্ট জমিদারদের দ্বারা শাসিত হত।

থানা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট :

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের ফলাফলকে এ অঞ্চলের মানুষ মেনে নেয়নি। এ কারণে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশের স্থানীয় অধিবাসী একটি স্বাধীন রাজ্য ঘোষনা করে এবং এ স্বাধীন রাজ্যের নামকরণ করেন স্বাধীন রঙ্গপুর রাজ্য। নুরুলদীন এ রাজ্যের নবাব হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে জমিদাররা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নাগেশ্বরী অঞ্চল মুক্ত রাখেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজরা স্বাধীন রঙ্গপুর দখল করার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ যুদ্ধ মোকাবেলা করার জন্য নবাব নুরুলদীন রঙ্গপুর রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করেন। ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রত্যেকটি অংশকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি দেন ও প্রত্যেক ইউনিটে সেনা ছাউনি নির্মাণ করেন। এসব সেনা ছাউনিতে নবাব নুরুলদীনের সৈনিকেরা অবস্থান করতো বলে স্থানীয় ভাষায় লোকজন বলত যে, সৈনিকেরা সেনা ছাউনিতে থানিয়েছে অর্থাৎ অবস্থান নিয়েছে। আর এই সেনা ছাউনিকে বলা হতো "থানা"। এভাবেই সে সময়ের থানা নামক প্রশাসনিক এককের উদ্ভব ঘটে। নাগেশ্বরী'র পায়ড়াডাঙ্গা ছিল নবাব নুরুলদীন প্রতিষ্ঠিত একটি থানা যার অন্তর্গত ছিল বর্তমান নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও ফুলবাড়ী উপজেলা। যা শাসিত হতো অভয়গীর নামক একজন বীর সেনাপতি বা থানাদার কর্তৃক। বর্তমানে এটি পায়ড়াডাঙ্গা

মঠ বলে পরিচিত। এভাবেই নবাব নুরুলদীন এর আমলে প্রথম "থানা" ধারনাটির জন্ম হয়। পরবর্তীতে পুলিশ স্টেশনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে নুরুলদীন ব্যবহৃত "থানা" শব্দটি গৃহীত হয়।

থানা সৃষ্টির সময় :

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে রঙ্গপুর রাজ্যের পতন হয় এবং নাগেশ্বরী থানা এ দেশের ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত সর্বশেষ স্বাধীন থানা/এলাকা। লর্ড কর্ণ ওয়ালিশ কোড অনুযায়ী ইংরেজরা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে পুলিশ স্টেশন স্থাপন করলেও নাগেশ্বরী পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে। উল্লেখ্য যে, ইংরেজরা এ উপজেলা দখল করার পর নাগেশ্বরী থানাকে পায়রাডাঙ্গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে পায়রাডাঙ্গার ৩ মাইল উত্তরে হলদিকুড়া ব্রীজের নিকট থানা স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে নাগেশ্বরীকে ভেঙ্গে ভূরুঙ্গামারী নামক অন্য একটি থানা গঠন করা হয়।

উপজেলায় উন্নীত করণ :

এরশাদ সরকার আসার পর প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে থানাকে মান উন্নীত থানায় রূপান্তরিত করেন। এসব মান উন্নীত থানাকে পরবর্তীতে উপজেলা হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহুকুমা বিলুপ্ত করা হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখে নাগেশ্বরী থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

ভৌগলিক পরিচিতি ঃ

উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

নাগেশ্বরী উপজেলার আয়তন ৪১৫.৮০ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলা ২৫ ডিগ্রি ৫১ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬ ডিগ্রি ০৪ দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত এবং ৮৯ ডিগ্রি ০৬ ও ৮৯ ডিগ্রি ৫৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলা, পশ্চিমে ফুলবাড়ী উপজেলা ও দক্ষিণে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা অবস্থিত এবং পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য অবস্থিত।

নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ঃ

এখানকার অধিবাসীদের শারিরীক কাঠামো ও আচার আচরণে প্রাগৈতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক শারিরীক কাঠামো, মানুষের আচার আচরণ ও বুদ্ধি জ্ঞানে সহজ সরলতা তাদের মঙ্গলীয় অনার্য শ্রেণির নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে অনেকে মনে করেন। এ এলাকায় মঙ্গলীয় অনার্য শ্রেণির বিভাজিত শাখা রূপে ৩/৪ টি জনগোষ্ঠী ছিল। বেশ কিছু বুনো বা বনুয়া (সাঁওতাল) সন্তোষপুর ইউনিয়নের নাওডাঙ্গা গ্রামে বাস করত। তবে বর্তমানে এরা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বসবাস করছে। বেশ কিছু অহম জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী অহম রাজ্য থেকে এসে নাগেশ্বরীতে বসবাস করছে বলে অনেকে মনে করেন।

জনসংখ্যার উপাত্ত ঃ

জনসংখ্যা ঃ ৩,৯৪,২৫৮ জন।

পুরুষ ঃ ১,৯৩,৪৪৪ জন

মহিলা ঃ ২,০০,৮১৪ জন

ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

নাগেশ্বরী উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যকর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন ও বিভাসিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন এই নাগেশ্বরী। বলা যায় প্রকৃতির রহস্যময়তায় নান্দনিক সৌন্দর্যে প্রকৃতির আদরণীয় হিল্লোলে ও প্রাণময়তায় ভরপুর নাগেশ্বরী উপজেলা।

ভাষা ঃ

বাংলা ভাষার যেমন আছে পরিশীলিত রূপ তেমনি অঞ্চল ভিত্তিক গ্রামীণ জনপদে প্রচলিত রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা ভৌগোলিক কারণে হোক বা শারীরিক গঠনের জন্য হোক নাগেশ্বরী শিক্ষিতজনেরা বাংলাদেশের অনেক জেলার অপেক্ষা পরিশীলিত ভাষায় কথা বলতে পারেন। তাদের উচ্চারণে কোন বিকৃতি নেই, নেই অস্পষ্টতা। তারা অনায়াসে আঞ্চলিক ভাষা বা উচ্চারণ পরিহার করতে পারেন। আঞ্চলিক ভাষা, যখন এ গ্রামাঞ্চলের জনপদে উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে সে সময় হতে গ্রামীণ জনপদ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে আসছে। এ ভাষার উচ্চারণগত সহজবোধ্যতা, সাবলীলতা ও শ্রুতিমাধুর্য অসামান্য। আর এ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে সাহিত্য সঙ্গীত, প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, গীত ইত্যাদি যা মানুষের আনন্দের উপকরণ।

এ উপজেলার লোকজ ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- প্রাচীন বাংলা ভাষার অনেক উপাদান এখনো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এখানকার ভাষার সঙ্গে রংপুরের ভাষার যথেষ্ট মিল থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিল পাওয়া যায়। যেমন- 'ং' এর ব্যবহার- 'যাই' এর স্থলে 'যাং', 'খাই' এর স্থলে 'খাং'।

নাগেশ্বরী অঞ্চলের কতিপয় আঞ্চলিক শব্দ ঃ

মুই, অকে, অমপুর, অক্ত, আঙা, আন্দন, উদিনক্যা, আইগন্যা, ফ্যাদলা, উন্দাও, বাইগোন, বাহে, সুন্দরী, দলান, বাড়ুন, গাবরু, কপাট, কইনা, এইকনা, ছাওয়া, মাইয়ো ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধে নাগেশ্বরী উপজেলা ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। ১৯৪৭ এর ভারত পাকিস্তান বিভক্তের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এই সংক্ষুব্ধ হওয়ার পর্যায়টি ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম রূপ লাভ করে। কারণ উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্তকে এদেশের মানুষ মেনে নেয় নি। ফলে শুরু হয় বিক্ষোভ আন্দোলন। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। নাগেশ্বরীর জনগণও এই ভাষা আন্দোলনে মিছিল শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ বৈষম্য এসব কিছুর বিরুদ্ধে সারাদেশে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এক্ষেত্রে নাগেশ্বরী পিছিয়ে থাকেনি। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এরপর ২৫ মার্চ এর ভয়াল কাল রাত্রির পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নাগেশ্বরী এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে।

যুদ্ধক্ষেত্র ১৯৭১ :

তালতলা :

সন্তোষপুর ইউনিয়নের নিলুর খামার মৌজার তালতলায় পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তালতলা যুদ্ধক্ষেত্রটি সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নিকট অবস্থিত ।

উত্তর ব্যাপারীরহাট যুদ্ধক্ষেত্রঃ

সন্তোষপুর ইউনিয়নের উত্তর ব্যাপারীহাটের নিকট **১৯৭১** সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর কয়েক দফা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । তন্মধ্যে ঐ বছর ২৬ রমজানের দিনে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই ছিল উল্লেখ করার মতো । ঐ দিন পাকবাহিনীর অতর্কিত হামলায় মুক্তিযোদ্ধারা দিশেহারা হয়ে নিরাপদ দুরত্বে প্রস্থান করলে বিক্ষুব্ধ পাক সেনারা গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে এনে পাশ্ববর্তী বাঁশঝাড়ের নিকটে জড়ো করে এবং সেখানে স্টেনগানের গুলিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাসহ মোট ৬২ জনকে হত্যা করে । তাছাড়াও গ্রামবাসীদের বাড়ী ঘর জ্বলিয়ে দেয় । নাগেশ্বরী থানার সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি হিসেবে এ স্থানটি চিহ্নিত ।

চন্ডিপুর যুদ্ধক্ষেত্রঃ

১৯৭১ সালে ট্রাকে করে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সুসজ্জিত দল ধরলা ঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় হাসনাবাদ ইউনিয়নের চন্ডিপুরে পাক হানাদারদের এম্বুশে পড়ে ৭ জন নাগেশ্বরীর কৃর্তী সন্তান ও ই পি আর সদস্যসহ মোট **১৭**জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন ।

দক্ষিণ ব্যাপারীহাট যুদ্ধক্ষেত্রঃ

মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনার সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ২৮ নভেম্বর **১৯৭১** এ দক্ষিণ ব্যাপারীরহাটে পাকসেনাদের যুদ্ধ হয় । এখানে দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ভারতীয় বাহিনীর ৭/৮ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং ৩০/৩৫ জন পাকহানাদার নিহত হয় ।

স্মৃতিসৌধঃ

স্মৃতি মঠ ও গণকবর নাগেশ্বরীঃ

নাগেশ্বরী কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বধ্য ভূমিতে তিন জন সনাতন ধর্মাবলম্বী ও **৩৩** জন মুসলমান শহীদ হন । স্বাধীনতার পর থানা পরিষদ ও স্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যোগে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবন দানের স্থানে স্মৃতি মঠ এবং মুসলিম শহীদের গণকবরটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় ।

চন্ডিপুর স্মৃতি সৌধঃ

১৯৯৭ সালে চন্ডিপুরে **১৭**জন বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের স্থানে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয় ।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নাগেশ্বরীঃ

১৯৮৯ সালে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্নিকটে স্মৃতিমঠ ও গণকবরের কোল ঘেঁষে নির্মাণ করা হয় নাগেশ্বরী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। এটি ১৯৭১ সালের শহীদের জীবন দানের গুরুত্বের সাথে মিল রেখে ১৯৫২ সালের ভাষা সৈনিকদের স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য নির্মাণ করা হয়।

এখনো উত্তর ব্যাপরীহাটের সন্নিকটে (নিলুর খামার) বধভূমি, বেরুবাড়ী বধ্যভূমি ও জয়মঙ্গল (এগারমাথা) বধ্যভূমিসহ অন্যান্য বধ্যভূমি এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর অযত্ন অবহেলায় ফলকবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এসব বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও চিহ্নিত করণ জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। এসব যুদ্ধক্ষেত্র এবং বধ্যভূমিকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সুন্দরভাবে সাজাতে পারলে ও সংরক্ষণ করতে পারলে জাতীয় গৌরব যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশী বিদেশী পর্যটকদেরকেও আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ

প্রাচীনকাল থেকে নাগেশ্বরী উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী ঘোড় দৌড়, লাঠি খেলা, হাডুডু, কানামাছি, বৌছি, ছিবুড়ি, সার্কাস, মেলা, ফুটবল ইত্যাদি খেলা বেশ প্রচলিত ছিল। এখনো কম বেশী এ খেলাগুলো প্রচলিত আছে। বর্তমানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। স্কুল ফুটবল, আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল এবং উপজেলা ক্রিকেট লীগ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নাগেশ্বরী উপজেলা উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

১। নাগেশ্বরী কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ), নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। নাগেশ্বরী মহিলা ডিগ্রি কলজ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৩। রায়গঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।।

৪। কচাকাটা ডিগ্রি কলেজ, কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৫। ভিতরবন্দ ডিগ্রি কলেজ, ভিতরবন্দ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৬। নেওয়াশী মহাবিদ্যালয়, নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৭। দক্ষিণ ব্যাপারীহাট স্কুল এন্ড কলেজ, দক্ষিণ ব্যাপারীহাট, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৮। নাগেশ্বরী কামিল মাদ্‌রাসা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৯। নাগেশ্বরী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

১০। নাগেশ্বরী দয়াময়ী পাইলট একাডেমী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

১১। উপজেলা প্রশাসন স্কুল এন্ড কলেজ, নাগেশ্বরী, , কুড়িগ্রাম।

১২। শিশু বিতান, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর ম্যুরাল

চিত্র ঃ নির্মাণাধীন নাগেশ্বরী উপজেলা প্রশাসনিক ভবন ।

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের নির্মাণাধীন হল রুম।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহহীনদের গৃহদান।

চিত্র ঃ ব্রহ্মপুত্র নদ

চিত্রঃ ভিতরবন্দ জমিদার বাড়ী বৈঠকখানা (বর্তমান ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)

চিত্রঃ পয়ড়াডাঙ্গা জমিদার বাড়ীর একাংশ (বর্তমানে পরিত্যক্ত)

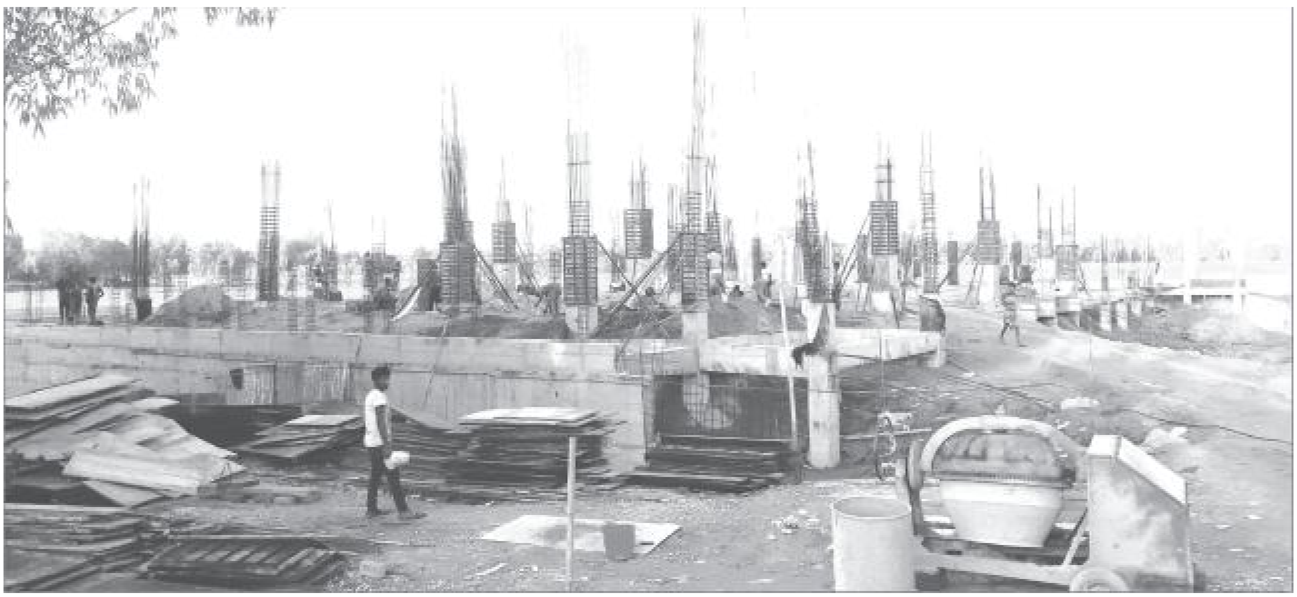

চিত্রঃ নির্মাণাধীন উপজেলা মডেল মসজিদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ।

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে নন্দিত আকারে পুকুর সংস্করণের কাজ চলছে ।

চিত্রঃ পয়ড়াডাঙ্গা জমিদার কর্তৃক নির্মিত হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয় (স্থানীয় ভাষায় মঠ)।

চিত্রঃ পয়ড়াডাঙ্গা জমিদার বাড়ীর একাংশ (বর্তমানে পরিত্যক্ত)

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের প্রবেশ পথের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলছে।

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	১০৩১৮২.৪৪ একর		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন	১৪ টি	১১টি	
	গ্রাম	৪৪৫ টি		
	মৌজা	৮১ টি		
	ওয়ার্ড	৫১ টি		
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	২৩ কি.মি		গুগল ম্যাপ, ২০২০
	উপজেলা ঘোষণার সাল	১৯৮৩ সাল		
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	৩৯৪২৫৮ জন		জেলা আদমশুমারী, ২০১১
	পুরুষ	১৯৩৪৪৪ জন		
	নারী	২০০৮১৪ জন		
	খানা/পরিবার	৯৪১০৮ জন		
	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	১.৩৭%		
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	৯১৮ জন		
	মুসলিম	৩৭৫০৪৫ জন		
	হিন্দু	১৯১০৫ জন		
	খ্রিস্টান	০৮ জন		
	অন্যান্য	১০০ জন		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫ টি		উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৫ টি		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬ টি		
	স্কুল এন্ড কলেজ	০১ টি		
	কলেজ	১১ টি		
	দাখিল মাদ্রাসা	৩৮ টি		
	আলিম মাদ্রাসা	০৩ টি		
	ফাযিল মাদ্রাসা	০২ টি		
	কামিল মাদ্রাসা	০১ টি		
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৬২ টি		
	এমপিওভূক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা		
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	সংখ্যা		
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা		

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	১টি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা		
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা		
	এনজিও	সংখ্যা		
	ডাকঘর	সংখ্যা		
	মসজিদ	সংখ্যা		
	মন্দির	সংখ্যা		
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা		
	গুচ্ছগ্রাম	সংখ্যা		
	মোট সড়ক	সংখ্যা		
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	কি.মি		
	কাঁচা সড়ক	কি.মি		
	পাকা সড়ক	কি.মি		
	এইচবিবি সড়ক	কি.মি		
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০২০
	জলমহাল	সংখ্যা		
	বনভূমি	একর		
	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৯৯.২৫%		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	৩.৫%		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	৮৭%		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	১০৪৩ জন		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	৪৬৬৯৮ জন		
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	৯৪৩ জন		
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	১.৪৫%		
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪৩ টি		
	ওয়াশ ব্লক আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬৩ টি		
	পিইসি পরীক্ষার পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	১০০%		
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	১০১৪ জন		
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত	২৬৭৭৮		
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হরে (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	১০০%		

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	৭৫.৮৫%		
	এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	১০০%		
	বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার (উপজেলার ৬-১৮ বয়সী ছেলে-মেয়ের মধ্যে)			
	প্রাথমিক পর্যায়ে (৬-১০ বছর বয়সী)	৮৭%		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে (১১-১৩ বছর বয়সী)	৮২%		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৪-১৫ বছর বয়সী)	৭৮%		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৬-১৮ বছর বয়সী)	৭৫%		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সামগ্রিকভাবে উপস্থিতি (৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর হার	শতকরা		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর হার	শতকরা		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	০-৫ বছর-এর কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার	জন		উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কার্যালয়
	নবজাতকের মৃত্যুর হার (০-২৮ দিন)	জন		
	মাতৃমৃত্যুর হার	জন		
	উপজেলায় মোট ডেলিভারীর সংখ্যা (জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	সংখ্যা		উপজেলা পরিবার পরিকল্পণা কার্যালয়, ২০২০
	অপ্রতিষ্ঠানিক (বাড়ীতে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা		
	প্রতিষ্ঠানিক (হাসপাতাল/ক্লিনিকে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা		উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কার্যালয়, ২০২০
	ইউনিয়ন ও উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীল সংখ্যা	জন		
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত রোগীর সংখ্যা	জন		এসডিজি, বিশ্বব্যাংক ২০১৬
	উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীর সংখ্যা	জন		
	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা	জন		
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	জন		
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	শতকরা		
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন		
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা		
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন		

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা		
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন		
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা		
	কলের পানি সরবারাহের আওতাধীন পরিবারের সংখ্যা			
	কলের পানি সরবারাহের আওতাধীন পরিবারের হার	জন		
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের সংখ্যা	শতকরা		
	নলকুপেরর পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	জন		
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার	শতকরা		
কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য		সংখ্যা		
	কর্মক্ষম জনসংখ্যা	জন		
	কৃষিখাতে যুক্ত	জন		
	শিল্পখাতে যুক্ত	জন		
	সেবাখাতে যুক্ত	জন		
	বেকারত্বের হার	শতকরা		
	মাথাপিছু দারিদ্রের হার	শতকরা		
	মাথাপিছু দরিদ্রের সংখ্যা	জন		
	মাথাপিছু অতিদারিদ্রের হার	শতকরা		
	মাথাপিছু অতিদরিদ্রের সংখ্যা	জন		উপজেলা সমবায় কার্যালয়
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	সংখ্যা		উপজেলা সমবায় কার্যালয়
	কার্যকর সমবায় সমিতি	সংখ্যা		
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	উপজেলা সমাজসেব কার্যালয়	জন		উপজেলা সমবায় কার্যালয়
	উপজেলা সমবায় কার্যালয়	৫৫৮ জন		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	জন		উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়	জন		উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	জন		পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন			
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত জনগন	জন		
	ইজিপিপি	জন		

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
	ভিজিডি	জন		উপজেলা ম বি ক কার্যালয়
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন		উপজেলা ম বি ক কার্যালয়
	বয়স্ক ভাতা	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	জন		উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	উপজেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিবরন			

উপজেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ			
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারী দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ			
দপ্তর	**জন**	**টাকা**	
উপজেলা সমবায় কার্যালয়			
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	১১৮ জন	৩৮,৮১,০০০/-	
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়			
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়			
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক			
পল্লী দারিদ্র্য বিবোচন ফাউন্ডেশন			

অদ্যবধি সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে খেলাপী ঋণের বিবরণ				
দপ্তর	**ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (টাকা)**	**ঋণ আদায় (টাকা)**	**খেলাপি ঋণ (টাকা)**	**ঋণ খেলাপির সংখ্যা (জন)**
উপজেলা সমবায় কার্যালয়				
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	৩,৭০,৮৫,৬০০/-	২,৮২,০২,১৬৪/-	৩৮,১৩,১৮৪/-	৬৯২ জন
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়				
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				
পল্লী দারিদ্র্য বিবোচন ফাউন্ডেশন				

কৃষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) :- ৩২৮০৯ হে.

কৃষক পরিবারের সংখ্যা :

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
		জমি (হে)	উৎপাদন (হে)	জমি (হে)	উৎপাদন (হে)	জমি (হে)	উৎপাদন (হে)	জমি (হে)	উৎপাদন (হে)	জমি (হে)	উৎপাদন (হে)
০১	বোরো	২৬৩১৫	৯৮৯৮	২৬৩৭৪	১০৩২০৭	২৬২১৭	১০৬৪১২	২৫৯৭০	১০৭২৬৯	২৪৩৫০	১০২০৩৭
০২	আউশ	২৫৫	৪৬৪.৫	৩৫০	৭৭৯.৮	২৬০০	১৭৫০	১১০২	৩২৮০	১১২০	৩১২১
০৩	ভুট্টা (রবি+খরিফ)	১৮০	১৫৩০	৩০০	২৪০০.৪	১১২৫	৫৫৮২.৭	১১২৫	১০২২৬	২৬৪০	২৫২৩৮
০৪	গম	১২০০	৪১৪০	১১০০	৩৮১৭	১০৭০	৩৬০৫.৯	১০৫২	৩৫৫৬	৯৭০	৩২৯৮
০৫	পাট	৩৬৬৫	৮১৩৪	৩৫৫৫	৮৩৫৭	৩৫৮৯	২১৩০০	৩১৫০	২৫৭৪৭	২০২৩	৪৪৪৪
০৬	তামাক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৭	সরিষা	১৯৫০	২২০০	২০২০	২১৪৩	২১৯০	২৫৩৫	২২৩০	২৯৮২	২৩৮০	৩০৯৪
০৮	চিনাবাদাম	৪৭০	১০১০.৫	৩৬০	৭৪৪.৮	২৮৫	৬২১	১৬৮	৩০২	৫৩০	৮৬৯
০৯	আলু	১২৫০	২৪৫৫৫	৯৭৫	১৮০৭০	১১৫০	২১৩০০	১২৫০	২৫৭৪৭	৯১০	২১১৩৩
১০	মুগডাল	৫	৫.৫	৭	৮.২৬	৯	১০.৭১	৮	১২	১৮৫	২৩১
১১	মসুর	১৯০	২১৮.৫	২০০	২৩৬	১৭৫	২২০	১৪০	১৬৮	২১৫	২৮৩
১২	পেঁয়াজ	৩২৫	২৯২৫	৩৫০	৩২৫৫	৩০০	২৭০০	১৯০	১৭৫৮	৫১০	৭৬৪৩
১৩	রসুন	১৫০	১১২৫	১০০	৭৫৫	৭৫	৫৬২.৫	৬৬	৪৯৪	১৫০	১২৪৫
১৪	আদা	৯০	১৯৮০	৭০	১৫৪০	৭৭	১৬১৭	৭২	১৫১২	৭৫	১৫৭৫
১৫	হলুদ	১৩০	২৬০০	১৫০	৩০০০	১০০	২০৬০	১০৭	২২০৪	১১৮	২৪৭৫
১৬	ধনিয়া	২২	৩৯.৬	২৫	৪৫	২৩	৪৬	২৫	৬০	৩৫	৩৫
১৭	মরিচ	৩৭৫	৯০০	৩৭৫	৯৩০	৩৭০	৭৯৯	২৫০	৯৯০	৩৩৫	৩১৮২
১৮	পানিকচু	১১	২৩১	১৩	২৬০	১৪	২৮৭	১০	২১০	১০	২১৫
১৯	মুখীকচু	২২	৪৯৫	১৮	৩৯৬	২৫	২৭৫	২৩	৫৩৪	২৪	৫৮২
২০	শাকসব্জী (রবি–খরিফ)	৩২০৫	৫৪২৪০	৩৫৫০	৬০৪২১	৩৭১০	৬২৯১৯	৪০১৬	৬৮৪৫৮	১৫৩১	৪৩৯০১

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষন হচ্ছে উপজেলার বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন। পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সম্ভব্য সকল সম্পদ ব্যবহার কওে কৌশলগত উদ্ধেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত কওে এমন অভ্যন্তরিন বাহ্যিক কারনগুলোর সম্বলিত বিশ্লেষনকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে উপজেলার মূখ্য উন্নয়ন সম্ভবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার গুলির সনাক্তকরণ জরুরী। অতিতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ (যেমনঃ- আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা)। কোন লক্ষ অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ অর্জন করা যায়নি এবং কেন অর্জন করা যায়নি সেটা জানতে হবে। কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থায় কাজটি গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থায় বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দাকথা হলো বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা প্রয়োজনিয় শিক্ষা গ্রহন করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারন পরিস্থিতি বিশ্লেষনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে; কেননা পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অথবা পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।

উপজেলার খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান ও কারন সমস্যা সমাধানে সলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলী শেষে ৫ বছর পর আর কতটুক সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষনে উপজেলাকে সহযোগীতা করেছে।

কাউনিয়া উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারন অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের অবকাঠামো ও উপকরনের অপ্রতুলতার কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রসমুহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার চর এলাকার প্রায় ৩০০০০ দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওত্বায় নেই। শিক্ষাখাতে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহনে উন্নত পরিবেশ ও উপকরন সংকট এর অন্যতম কারন। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরনের অভাব, বাল্যবিবাহ, ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। সরকার স্থানীয় পর্যয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য রাস্তা,ঘাটের উন্নয়নে ব্যাপক বরাদ্দ প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহত্তর পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগ সড়ক, গার্ডওয়াল, কালভার্ট, ড্রেন, সড়কবাতি নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে উপজেলাটি অপার সম্ভবনা। তিস্তার পাদদেশে পলল বাহিত উর্বব ভূমি এখানকার কৃষি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত পন্যের যোগানে ভূমিকা পালন করবে। তাই কৃষকের পন্য উৎপাদনে খরচ কমিয়ে আনার জন্য কৃষির আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে পাকা নালা স্থাপন, সোলার চালিত পাম্প স্থাপন সহ কৃষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি জাতীর উন্নয়ন নির্ভর করে তার যুব শক্তির উপর। উপজেলার যুবসমাজহে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে রুপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করেছে।

বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৬,১১২ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও বাইরে কোন টয়লেট নাই। ৭। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত ১৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ওটি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান এ্যাম্বুলেন্সটি রিপেয়ার করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাহিরে একটি টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই শেড নির্মান করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	৩ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ কমিউনিটি ক্লিনিক	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১। ৩ টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কার্যক্রম নেই	৩ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ৩ টি উপ-স্বাস্থ্য ও ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ৩টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী-ওয়াল নির্মান করা যেতে পারে। ৪। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ১১ টি ইউনিয়নের ৯৯ ওয়ার্ডে।	নাগেশ্বরী উপজেলার ৫২৭২৩ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস, ১৯ অনুযায়) এর মধ্যে মোট ২১৪৫ জন গর্ভবর্তী।	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত ধাত্রী/নার্সদ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। উপজেলার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারী চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ধাত্রী/দাই নার্সের অভাব।	উপজেলা পরিবার পারিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সর্ম্পকে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পইন/ উঠান বৈঠক/ পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৭২ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপজেলর দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	নাগেশ্বরী উপজেলা ১১ ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাবে ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগনের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮ টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্ত প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় নাই।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি দরিদ্র পরিবার।	১। ৫৮ টি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম চালু করতে ৫০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে। ২। প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/ গৃহিণীদের ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পেইন চালু করা যেতে পারে। ৩। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন ও ২৯৫৪ টি পরিবার নলকূপবিহীন।	১। আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২। দরিদ্র পরিবারসমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না।	১। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। GPS/NNGPS-১ প্রকল্পের আওতায় ২২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের নির্মান কাজ চলমান আছে এবং ১৬ টি বিদ্যালয়ে নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।	৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে। নলকূপবিহীন ২৯৬৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব্লক থাকবে না।	১। উপজেলায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ২। নলকূপবিহীন ২৯৫৪ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা	২০০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই। ৪। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬ টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসার দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে।	১। ৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসার ও ৫ টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। ৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাদ্রাসা ও ৫ টি কলেজে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২০ টি বিদ্যালয় ও ১৫ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
প্রাণি সম্পদ	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম	অত্র উপজেলার ৪৩ টি বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা ও ৮ টি কলেজ	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিকা পদ্ধতি ও ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারনা কম।	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা মৎস্য	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১৬৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ন অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ২৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।	১। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২১ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মান কাজ চলছে এবং ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে। ২। পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। স্লিপ-এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৫। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ৭। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ৮। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব্লক রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়ে।	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ১৬৬ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট-এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম তৈরী করা যেতে পারে। ২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুরার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয়ে ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	নাগেশ্বরী উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন	৪৭,০০০৭টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৫০৫ জন কৃষককে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। ৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) বিতরন করা হবে। ৬। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	৩৪,৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ(পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
	উপজেলার গবাদী পশুপাখি পালন-কারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন তবে———— ইউনিয়নে গবাদী পশুর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	৬০ হাজার পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া, ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, কবুতর ও হাঁস।	১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারণে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যায়। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস ও কবুতরের রাণীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন।	১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষোধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের টিকা প্রদানের জন্য ৯৯ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)"-এর মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর মাধ্যমে ৯ টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।	৭৩০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১। ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা। ২। ১২৫.৪৯ কি.মি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	১। উপজেলা ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়াতের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কালভার্ট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইডওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে।	১। জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)-এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মান করা হবে। ২। রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ৩। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি (GOBM)-এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কি.মি সড়ক সংস্কার করা হবে। ৪। রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে। ৫। নবিদেব প্রকল্পের আওতায় ৯ কি.মি সড়ক সংস্কারের কাজ চলমান আছে। ৬। উপজেলা শহর মহাপরিকল্পণা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)-এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ৭। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে।	৪০৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১। ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে। ২। ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে। ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪ টি কালভার্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপী ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	———— আশ্রয়ণ প্রকল্প	৮০০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারণে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপী হয়ে যাবে।	১। ৫ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ৮০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়েরর জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, নাগেশ্বরী		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন।	নাগেশ্বরী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	নাগেশ্বরী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১৪ ইউনিয়নে ১৪ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। ২শক নিংনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতেম পারে।

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা । কেননা উপজেলা পরিসদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমূদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% । এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে । এত এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি); ২) বিশেষ অনুদান; ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ; ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/বিভাগদ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা); ৬) সংসদ সদস্; ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান । এই উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছরব্যাপী রাখা উচিত । উপজেলার ভেতর চলমান ও গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি-তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না ।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ (সারণি-৩) ব্যবহার করতে পারে ।

ছক-৩ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য (বার্ষিক বরাদ্দ*৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি		
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি		
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ		
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতিয় প্রকল্প		
	বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট		
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি		
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প		
৭	এনজিও/সিএসও প্রকল্প		
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প		

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যকম (এডিপি)-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উগর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । উপরের টেবিল ২-এ ক্রমিক ১, ২ ও ৩ হচ্ছে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা তহবিল । এই প্রক্ষেপন অনুযায়ী নাগেশ্বরী উপজেলার আগামী পাঁচ বছরে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমান প্রায় ----------কোটি টাকা ।

উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের আয়-ব্যয়ের প্রক্ষেপন-২০১৯-২০২১

ক্র. নং	আয়			ব্যয়		
	খাতের নাম	বাজেট ২০১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১	খাতের নাম	বাজেট ২০১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১
০১	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ীর ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়	৩,৭৯,০৫৬/-	৩,৮২,০০০/-	সম্মানী ভাতা (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান)	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-
০২	হাট-বাজার হস্তান্তর জলমহাল ও ফেরীঘাট হইতে ইজারালব্ধ আয় (৪১ভাগ)	৭,০১,০৫৪/-	৮,১০,৩৩৯/-	পরিষদ কর্মচারী	৪,৯৯,৮৫৪/-	৫,১০,০০০/-
০৩	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর			যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান)	১,০৫,২০০/-	১,৫০,০০০/-
০৪	মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর			মনিহারী		
০৫	পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর কর			কম্পিউটার		
০৬	১% হারে ভূমি হস্তান্তরের উপর প্রাপ্ত কর	২০,১৫,৯৭৬/-	২০,২০,০০০/-	চেয়ারম্যান বাড়ী ভাড়া	২১,৯৩৫/-	
০৭	ভূমি উন্নয়ন করে ২% অংশ	২১,৬৫০/-	২৫,০০০/-	যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-
০৮	বিগত বছরের জের			কর আদায় জন্য ব্যয়		
০৯	অন্যান্য			টেলিফোন	১২,০০০/-	১৭,০০০/-
১০	বেতন ভাতা বাবদ আয়			বিদ্যুৎবিল	৫,৮০,০০০/-	৪,৫২,০০০/-
১১	যানবাহনের জ্বালানী বাবদ আয়			অভ্যন্তরীন অডিট ব্যয়	৯০,০০০/-	৫,০০০/-
১২				আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
১৩				অফিস ও আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-
১৪				আসবাব মেরামত ও অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-

১৫				আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-
১৬				আসবাব পত্র ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১৭				সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান	৪,০০,০০০/-	৪,৫০,০০০/-
১৮				জাতীয় দিবসের ব্যয়	৩,৭৮,৪০০/-	৩,০০,০০০/-
১৯				মোটর সাইকেল ক্রয়		
২০				খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি	৭,৪৫,০০০/-	১০,০০,০০০/-
২১				অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-

৬.২ নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট ঃ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৮-২০১৯	পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৯-২০২০	২০২০-২১ অর্থ বছর
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১,২৫,৭৬,৬৯৩/-	১,৪০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-
	অনুদান	-		
	মোট প্রাপ্তি	১,২৫,৭৬,৬৯৩/-	১,৪০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১,০২,৭৬,৬৯৩/-	১,৩১,০৮,৫০০/-	১,৪৫,৪৪,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	২৩,২০,১৫৮/-	৮,৯১,৫০০/-	৪,৫৬,০০০/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১,৬৪,১৪,০০০/-	১,৫৮,২১,০০০/-	২,৩০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	-		-
	মোট (খ)	১,৬৪,১৪,০০০/-	১,৫৮,২১,০০০/-	২,৩০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১,৮৭,৩৪,১৫৮/-	১,৬৭,১২,৫০০/-	২,৩৪,৫৬,০০০/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৬৪,১৩,৬৬৩/-	১,৯০,০০,০০০/-	২,২০,০০,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২৩,২০,৪৯৫/-	(২২,৮৭,৫০০/-)	১৪,৫৬,০০০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	৫৭,৪৫,৮৩২/-	৮০,৬৬,৩২৭/-	৫৭,৭৮,৮২৭/-
	সমাপ্তি জের	৮০,৬৬,৩২৭/-	৫৭,৭৮,৮২৭/-	৭২,৩৪,৮২৭/-

অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১
রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়

অংশ-১

		আয়	
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
১	২	৩	৪
রাজস্ব	১,২৫,৭৬,৬৯৩/-	১,৪০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক			
ক. সম্মানী/ভাতা	১৪,৪১,৫০০/-	১৪,৪১,৫০০/-	১৫,০০,০০০/-
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
(১) উপজেলা পরিষদ কর্মচারী	৩,৯১,০০০/-	৪,২৯,০০০/-	৫,০০,০০০/-
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	-		
(৩) ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী কাম কম: অপারেটরদের বেতন	৩২,৯৫,৮৪৮/-	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			
ঘ. প্রাচীর ও গৃহ নির্মান/সংস্কার	৫,৮৩,৯০৯/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
ঙ. উপজেলা পরিষদ বাসাবাড়ি সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ	২,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
চ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর	-		
ছ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১,২০ ,০০০/-	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	-		
৩। অন্যান্য ব্যয়			
ক. টেলিফোন	২০৮৯/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
খ. ইন্টারনেট	১৮,০০০/-	১৮,০০০/-	২৪,০০০/-
গ. বিদ্যুৎ বিল	১,৬১,২০২/-	২,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
ঘ. কম্পিউটার/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৫১,৮০৪/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
ঙ. আসবাবপত্র সংক্রান্ত	১,৫৫,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
চ. পৌর কর	২,২৪,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
ছ. গ্যাস বিল	-		
জ. পানির বিল	-		
ঝ. ভূমি উন্নয়ন কর	২৮০৬৫/-	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-
ঞ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়	-		
ট. মামলা খরচ	-		
ঠ. আপ্যায়ন ব্যয়	২,৬৫,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
ড. রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়			
ঢ. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/আয় বাকী খাতে বিনিয়োগ			
ণ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়	১,৪৫,৬১৮/-	২,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
ত. বিজ্ঞাপন	১,০৬,৯৯৫/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
থ. পানির পাম্প ক্রয়	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	-		
৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২,২৩,৪০০/-	৫,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৪,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান	১,১৫,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
খ. আর্থিক সাহায্য	২,৭৬,৫০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
৭। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	৪৪,০০০/-	১,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
৯। জরুরী ত্রাণ	৪,৯৯,৬৩০/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
১০। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	৬,২৯,০৩৩/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
১১। অন্যান্য ব্যয় (করোনাভাইরাস, মুজিববর্ষ)	৭,৪৯,১০০/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
১২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২৩,২০,১৫৮/-	-	
মোট	১,০২,৭৬,৬৯৩/-	১,৩১,০৮,৫০০/-	১,৪৫,৪৪,০০০/-

অংশ- ২ উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন) ক. সরকার খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা ৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১,৬৪,১৪,০০০/-	১,৫৮,২১,০০০/-	২,১৯,৩৬,০০০/-
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	১,৬৪,১৪,০০০/-	১,৫৮,২১,০০০/-	২,১৯,৩৬,০০০/-

অংশ- ২ উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ ২। শিল্প ও কুটির শিল্প ৩। ভৌত অবকাঠামো ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে) ৭। সেবা ৮। শিক্ষা ৯। স্বাস্থ্য ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ ১৪। সমাপ্তি জের	১,৬৪,১৩,৬৬৩/-	১,৯০,০০,০০০/-	২,২০,০০,০০০/-
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	১,৬৪,১৩,৬৬৩/-	১,৯০,০০,০০০/-	২,২০,০০,০০০/-

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১

বিভাগ/শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬
উপজেলা পরিষদ	০১	জীপ চালক	০১	-	-
	০২	মালী	০১	৫৫০/-	-
	০৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	৫৫০/-	-

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১
-				
-				

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় এবং সহযোগীতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা এবং সাযুজ্য (ঝবহবৎমু) তৈরী করা যায়। একটি উত্তম সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে সে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তা সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্ধ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমনসব উন্নয়ন উদ্যোগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় সরকার বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সংগতির মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানে ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করে। একইভাবে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম অনেক বেশি। জাতীয় সরকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছক-৪ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP-৩/৪)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও ঐ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারণ অনুমোদিত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩		৪,৯০,০০০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
		২০১৯-২০ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫ টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
		২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
		২০১৭-১৮৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।				
		পিইডিপি-৩ এর আওতায় উপজেলা রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫৮ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।				
শিক্ষা	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-১)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ টি এবং ১০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান কাজ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	১,৪৪,১৫,০০০/-	২,১৬০০,০০০/-
শিক্ষা	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-১)	নাগেশ্বরী উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।			৪৯,৯৩০০০/-	১০,০০০,০০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।				
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলা ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	School Level Implenentation Plan (Slip)	উপজেলার সকল ১৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলা সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	খেলার সামগ্রী প্রদান	২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্থাপন	২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক শ্রেনীকক্ষের উন্নয়ন	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব্লক-এর রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলা ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ৩৭ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ	উপজেলা ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	UITRCE BANBEIS	প্রকল্পের আওতায় উপজেলাস্থ মাধ্যমিক পর্যয়ের সকল শিক্ষককের আইসিটির বেসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনসহ অনলাইনে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে শিক্ষকগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।	উপজেলাস্থ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা এবং কলেজ	চলমান কর্মসূচি		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (SESIP)	০৩ টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলাস্থ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ	চলমান কর্মসূচি		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (IRIDP-2)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১০ টি সড়কের ৮.৯৬ কি.মি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ সড়ক পাকা করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-২০২০	৩০,২৫,০৫৮৩/-	৩০,৩৬,৫২০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১২ টি সড়কের ২৪ কি.মি পাকা করা হয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ টি সড়কের ১১.৪২ কি.মি পাকা করার কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		৬,৫০,৪০,৫২০/-	৭২,৪৯,৩৬৩৮/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মান করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৭ টি সড়কের ১৪.৫ কি.মি মেরামত করা হয় এবং ২০১৮-২৯ সালে ১৩ টি সড়কের ২৯.৮৬ কি.মি মেরামত করা হয়েছে। ২০১৯-২৯ অর্থবছরের জন্য ১৪ টি সড়কের জন্য ৩,৮৩,৪১,৫৪১ টাকার প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,২৫,৯৮,৩৬০/-	২,৭৯,২৪,৯৪০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ৩ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।				১,১২,২৮,০৫০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-2)	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।				৬০,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পে আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		৮১,৩০,৫০০/-	
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			২,৩৪,৯৬,১৬৬/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ ও সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			৪৭,৭৮,১৫৫/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)-এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর)	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা, মাঠ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন পর্যায় বিভিন্ন কাঁচা রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং গ্রামীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ঃ (মসজিদ,মাদ্রাসা, স্কুল , কলেজ ইত্যাদি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ও জনপদের উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		সাধারণ ১ম পর্যায় ৩২,৩৮,৩২০ ৭৭ টাকা দ্বারা ৩৬ টি প্রকল্প। সাধারণ ২য় পর্যায় ৩২,৩৮,৩২০ ৭৭ টাকা দ্বারা ৩৬ টি প্রকল্প। নিঃ এঃ ভিঃ ১ম পর্যায় ২৮,০১,৬৬৬/৬৬ টাকা দ্বারা ৪৫ টি প্রকল্প। নিঃ এঃ ভিঃ ২য় পর্যায় ৩৮,৫৭,৬৬৬/৬৬ টাকা দ্বারা ৪৫ টি প্রকল্প।

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা, মাঠ বাঁধ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন পর্যায় বিভিন্ন কাঁচা রাস্তায় বড়-বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় ভাংগণ দেখা দেয় । ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণের যাতায়তও মালামাল সহ কৃষি পন্য পরিবহনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সংস্কার এবং জনগণের যাতায়তের সুবিধার জন্য নতুন কাঁচা রাস্তা তৈরী করা ও জনপদের উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		সাধারণ ১ম পর্যায় -১২১.৯০৫৪ মেঃ টন চাল দ্বারা ১৭ টি প্রকল্প। সাধারণ ২য় পর্যায় ১২১.৯০৫৪ মেঃ টন চাল দ্বার ১৬ টি প্রকল্প। নিঃ এঃ ভিঃ ১ম পর্যায় ১৬০.৫৫৫ মেঃ টন চাল দ্বারা ০৬ টি প্রকল্প। নিঃ এঃ ভিঃ ২য় পর্যায় ১২৩,৫৫৫ মেঃ টন চাল দ্বারা ০৬ টি প্রকল্প।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা, মাঠ বাঁধ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন পর্যায় বিভিন্ন কাঁচা রাস্তায় বড়-বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় ভাংগণ দেখা দেয় । ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণের যাতায়তও মালামাল সহ কৃষি পন্য পরিবহনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সংস্কার এবং জনগণের যাতায়তের সুবিধার জন্য নতুন কাঁচা রাস্তা তৈরী করা ও জনপদের উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		৪,৮৬,০১,৫১৬/- টাকা দ্বারা ১২৬ টি প্রকল্প।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ প্রকল্প	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের কাঁচা রাস্তায় নির্মিত বিভিন্ন ছোট ছোট সেতু/কালর্ভাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণের যাতায়তও মালামাল সহ কৃষি পন্য পরিবহনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ ও জনপদের উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		৩,৫০,৩৫,৫৭০/- টাকা দ্বারা ১৭ টি প্রকল্প।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের কাঁচা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণের যাতায়তও মালামাল সহ কৃষি পন্য পরিবহনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তায় হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) রাস্তা নির্মাণ ও জনপদের উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		২,৭৫,০০,০০০/- টাকা দ্বারা ০৫ টি প্রকল্প।

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ নির্মাণ	গ্রামীণ জনপদের অত দরিদ্র জনগোষ্ঠি যাদের বসত ভিটা করার মতো জমি টাকু আছে কিন্তু ঘর করার সামর্থ নেই এরূপ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সরকার দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		১,৯৭,৯০,৭৬০/- টাকা দ্বারা ৬৬ টি দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ নির্মাণ প্রকল্প।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফঃ সহায়তা	বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জনপদের অত দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে বিভিন্ন সময় মানবীক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত খাদ্য সহায়তার বিবরণ পার্শ্বের কলামে উল্লেখ করা হলো।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভা	চলমান কর্মসূচী		১৩২৫.৫৬৫ মেঃ টন চাল বিপরীতে ৮৮,৩৭১ জন উপকারভোগী।
জনস্বাস্থ্য	১. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২. অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৪. পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র উপজেলার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে নাগেশ্বরী উপজেলায় নিরাপদ পানির কাভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌছেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় স্যানিটেশন কাভারেজ ৮৮.৬৩% এ পৌছেছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১৫ সাল হতে চলমান ২. ২০১৭ সাল হতে চলমান ৩. ২০০৩ সাল হতে চলমান ৪. ২০১৩ সাল হতে চলমান		
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলা ৪৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,০৯,৮১,০৪০/-	১,১৮,০৬২৪০/-

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৮-১৯	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০১৯-২০
স্বাস্থ্য	ইপিআই কর্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	৭,১৯,২০০/-	৮,৩০,০০/-
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৯৯ টি ওয়ার্ডে—— টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু রয়েছে।)	গর্ভবর্তী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১। গর্ভবর্তী মায়ের ANC ও PNC সেবা নিশ্চিতকরণ; ২। নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণ; ৩। শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ; ৪ কিশোর-কিশোরীদরে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; ৫। স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬। স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭। বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়; ৮। অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯। পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	নাগেশ্বরী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর	৩,১৬,৮০০/-	৩,৫০,২০০/-
পরিবার পরিকল্পনা	UH & FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	নাগেশ্বরী উপজেলাধীণ ১১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মাদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে মায়েদের- ১। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। ২। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানো সম্ভব। ৩। প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	নাগেশ্বরী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর	১২,০০০/-	৩৬,০০০/-
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে ১। বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। ২। পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে। ৩। মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৪। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৫। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	নাগেশ্বরী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর	৯৯,০০০/-	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থবছর (২০২৩-২৪)		৫মবছর (২০২৪-২৫)		বাস্তবায়ন	কারিগরি দায়িত্ব তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষন	মন্তব্য
		পরিমান	বাজেট	পরিমান	বাজেট	পরিমান	বাজেট	পরিমান	বাজেট	পরিমান	বাজেট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা (ব্লক-বাটিক, ড্রাইভিং)	৩ ব্যাচ	১০০০০০*৩ =৩০০০০০	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	১০০০০০*৩ =৩০০০০০	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	১০০০০০*৩ =৩০০০০০	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	১০০০০০*৩ =৩০০০০০	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	১০০০০০*৩ =৩০০০০০	উপজেলা পরিষদ /ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	
২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতন মূলক সভা করা	২ ব্যাচ	৫০০০০*২ –১০০০০০	২ ব্যাচ	৫০০০০*২ –১০০০০০	২ ব্যাচ	৫০০০০*২ –১০০০০০	২ ব্যাচ	৫০০০০*২ –১০০০০০	২ ব্যাচ	৫০০০০*২ –১০০০০০	উপজেলা পরিষদ /ইউনিয়ন পরিষদ	ঐ	
৩ ৪	নারী ও শিশু নির্যাতনএবং পাচার প্রতিরোধকরা যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা	১০০০ জন	৫০০০০*২ =১০০০০০	১০০০ জন	৫০০০০*২ =১০০০০০	১০০০ জন	৫০০০০*২ =১০০০০০	১০০০ জন	৫০০০০*২ =১০০০০০	১০০০ জন	৫০০০০*২ =১০০০০০	উপজেলা পরিষদ /ইউনিয়ন পরিষদ	ঐ	
৭	ডে-কেয়ার সেন্টার	২টি	১৫০০০০*২ =৩০০০০০	২টি	১৫০০০০*২ =৩০০০০০	২টি	১৫০০০০*২ =৩০০০০০	২টি	১৫০০০০*২ =৩০০০০০	২টি	১৫০০০০*২ =৩০০০০০	উপজেলা পরিষদ / বিভাগীয় বরাদ্দ	ঐ	
৯	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবল বাড়ানো	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	বিভাগীয় বরাদ্দ	ঐ	
১০	যানবাহনের কারণে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের ব্যহত হচ্ছে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	উপজেলা পরিষদ / বিভাগীয় বরাদ্দ	ঐ	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কীকাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
০১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	দুর্যোগে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মানুষের জীবন জীবিকা এবং জানমাল রক্ষার জন্য	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল/উপজেলা পরিষদ জি,আর -১০০০ মেঃটন কম্বল -১৪,০০০টি ঢেউ টিন -৫০০বান্ডেল জিআর নগদ টাকা -২৫,০০,০০০/-	২১,০০০ জন	উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে
০২	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষন খাত	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল টি,আর- ৩,০০০০০০০/- কাবিটা - ৩,০০০০০০০/- ইজিপিপি- ৩,০০০ কার্ড	৪০,০০০ জন	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৩	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষন সোলারখাত	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতি ও চলাচলের জন্য	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল টি,আর- ৩,০০০০০০০/- কাবিটা - ৩,০০০০০০০/-	৪০,০০০ জন	উপজেলা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৪	সেতু কালভার্ট	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল ৩,০০,০০,০০০/-	সংশিবট এলাকাবাসী	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৫	গ্রামীন রাস্তা এইচ বি বি করণ	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল ২,০০,০০,০০০/-	৩০,০০০ জন	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৬	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান	জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির হাত হতে রক্ষা	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল ২,০০,০০,০০০/-	৭,০০০ জন	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৭	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির হাত হতে রক্ষা	সমগ্র উপজেলা	সরকারী তহবিল ৪,০০,০০,০০০/-	৭,০০০ জন	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
০৮	দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সম্পর্কে জানা ও তা হতে পরিত্রানের কৌশল জানা	সমগ্র উপজেলা	উপজেলা পরিষদ ১,৫০,০০০/-	৫০ জন	উপজেলা পরিষদ

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় (২০২১-২০২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)		কার কী দায়িত্ব		
		পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা)	৫২	২,০০০০০০০/-	৫২	২,০০০০০০০/-	৫৩	২,৫০,০০০০০/-	৫৪	২,৬০,০০০০০/-	৬০	৩,০০০০০০০/-	সরকারী	সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা	
২	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টিআর)	৩৫০	১,৭০,০০০০০/-	৩৬০	১,৮০,০০০০০/-	৩৭০	১,৯০,০০০০০/-	৩৭০	১,৭০,০০০০০/-	৪০০	২,১০,০০০০০/-	সরকারী	ঐ	
৩	অতি দরিদ্রদেও জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি)	১৮০০	১,৪০,০০০০০/-	১৮০০	১,৪০,০০০০০/-	২০০০	১,৬০,০০০০০/-	২০০০	১,৬০,০০০০০/-	২২০০	২০০০০০০০/-	সরকারী	ঐ	
৪	গ্রামীন রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।	০৭	১,৯৮,০০০০০/-	১০	৩,০০০০০০০/-	১০	৩,০০০০০০০/-	১০	৩,০০০০০০০/-	০৬	১,৬০,০০০০০/-	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	ঐ	
৫	গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহে টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোনবন্ডকরণ প্রকল্প	০৩	১,৬০,০০০০০/-	০৪	২,১০,০০০০০/-	০৬	৩,০০০০০০০/-	০৬	৩,১০,০০০০০/-	০৫	২,৭০,০০০০০/-	সরকারী	ঐ	
৬	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র প্রকল্প	০১	২,০০০০০০/-	-	-	০২	৪,০০০০০০/-	০১	২,০০০০০০/-	০৩	৫,০০০০০০/-		ঐ	
৭	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান প্রকল্প	৪১	১,২২,০০০০০/-	৫০	১,৫০,০০০০০/-	৫০	১,৫০,০০০০০/-	৫০	১,৫০,০০০০০/-	৫৫	১,৭০,০০০০০/-	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	ঐ	
৮	মুজিব কিল্লা নির্মান প্রকল্প	-	-	০২	৩,০০০০০০০/-	০২	৩,০০০০০০০/-	-	-	০৩	৫,০০০০০০০/-	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	ঐ	
৯	ক) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (টি আর চাল)	-	৫০০.০০ মেঃ টন	-	২০০.০০ মেঃ টন	-	২০০.০০ মেঃ টন	-	৩০০.০০ মেঃ টন	-	২০০.০০ মেঃ টন	সরকারী	ঐ	
	খ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি		১৭,০০০০০/-		১৫,০০০০০/-		১৫,০০০০০/-		১০,০০০০০/-		১৫,০০০০০/-	সরকারী	ঐ	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্র/নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আর্সেনিকমুক্ত ৩৮ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন	সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য	গ্রামীণ এলাকায়	সরকারী তহবিল/প্রকল্প ১,০১,২৫,০০০ * ৫	প্রতি ৩০ জনের জন্য ১টি হিসাবে	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
২	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গভীর নলকূপ স্থাপন	শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের সুপেয় পানির সরবরাহের জন্য	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প ৪,০৫০০০/-	প্রতি ৭৫জনের জন্য ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে
৩	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের জন্য	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প ২০০০০০০০*৫	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে
৪	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান	সু-স্বাস্থ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	প্রতিষ্ঠান সমূহে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ ২,৫০,০০০*৫	প্রতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে
৫	গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প	স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	গ্রামীণ এলাকায়	জিওবি/এনজিও/ব্যক্তি পর্যায় ৫,০০,০০০০*৩	প্রতি পরিবারের জন্য	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
৬	হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন	সু-স্বাস্থ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	জনগুরুত্বপূর্ণ এলাকায়, হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/উপজেলা পরিষদ ৩,০০০০০*৫	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্র/ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)		করণীয় দায়িত্ব		মন্তব্য
		পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	আর্সেনিকমুক্ত ৩৮ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৭৫ টি	১,০১,২৫,০০০/-	৩৭৫ টি	১,০১,২৫,০০০/-	৩৭৫ টি	১,০১,২৫,০০০/-	৩৭৫ টি	১,০১,২৫,০০০/-	৩৭৫ টি	১,০১,২৫,০০০/-	ঠিকাদার	ডি,পি,এইচ,ই	
২	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৫টি	৪,০৫০০০/-	-	-	-		-	-	-	-	ঠিকাদার	ডি,পি,এইচ,ই	
৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ওয়াশব্লক নির্মাণ	১০টি	২০০০০০০০/-	১০টি	২০০০০০০০/-	১০টি	২০০০০০০০/-	১০টি	২০০০০০০০/-	১০টি	২০০০০০০০/-	ঠিকাদার	ডি,পি,এইচ,ই	
৪	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান	৫ টি	২,৫০,০০০/-	৫ টি	২,৫০,০০০/-	৫ টি	২,৫০,০০০/-	৫ টি	২,৫০,০০০/-	৫ টি	২,৫০,০০০/-	ডি,পি,এইচ,ই/উপজেলা পরিষদ	ডি,পি,এইচ,ই	
৫	গ্রামীন স্যানিটেশন প্রকল্প	১০০ সেট	৫,০০,০০০০/-	-	-	১০০ সেট	৫,০০,০০০০/-	-	-	১০০ সেট	৫,০০,০০০০/-	ডি,পি,এইচ,ই/উপজেলা পরিষদ	ডি,পি,এইচ,ই	
৬	হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন	৩টি	৯০,০০০/-	১০টি	৩,০০০০০/-	১০টি	৩,০০০০০/-	১০টি	৩,০০০০০/-	১০টি	৩,০০০০০/-	ঠিকাদার	ডি,পি,এইচ,ই	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্র/নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ভবন মেরামত ও সংস্কার	অবকাঠামোগত সুয়োগ বৃদ্ধি করা	বিদ্যালয়ে	সরকারী তহবিল/প্রকল্প	উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
২	স্লিপ কার্যক্রম	শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি	বিদ্যালয়ে	সরকারী তহবিল	-	প্রকল্পের মাধ্যমে
৩	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণ	শিশুক ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দদায়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য	বিদ্যালয়ে	প্রকল্প/উপজেলা পরিষদ	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে/উপজেলা পরিষদ
৪	শিখন সামগ্রী বিতরণ	শিক্ষার পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	প্রতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে
৫	উপকরণ তৈরি	শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি	বিদ্যালয়ে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	প্রতি শ্রেনীর জন্য	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে
৬	অভিভাবক সমাবেশ	অংশগ্রহন মূলক শিক্ষা ও শিক্ষা পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে
৭	ওয়াশব্লক মেরামত	ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে উৎসাহিত করতে	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	সরকারী/উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা:

ক্র/ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)		কার কী দায়িত্ব		মন্তব্য
		পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	ভবন মেরামত ও সংস্কার	-	-	১০	২০০০০০০/-	১০	২০০০০০০/-	১০	২০০০০০০/-	১০	২০০০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
২	শিপ কর্মক্রম	৪৫	৪৫,০০০০০/-	৪৫	৪৫,০০০০০/-	৪৫	৪৫,০০০০০/-	৪৫	৪৫,০০০০০/-	৪৫	৪৫,০০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
৩	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণ	৫	২৫০০০০/-	৫	২৫০০০০/-	৫	২৫০০০০/-	৫	২৫০০০০/-	৫	২৫০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
৪	শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ	-	-	১০	১০০০০০/-	১০	১০০০০০/-	১০	১০০০০০/-	১০	১০০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
৫	উপকরণ তৈরি	-	-	২০	২০০০০০/-	২০	২০০০০০/-	২০	২০০০০০/-	-	-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
৬	অভিভাবক সমাবেশ	-	-	১০০	৫০০০০০/-	-	-	-	-	১০০	৫০০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	
৭	ওয়াশব্লক মেরামত	-	-	৪	২০০০০০/-	৪	২০০০০০/-	৪	২০০০০০/-	৪	২০০০০০/-	শিক্ষা প্রকৌশল/এলজিইডি	সংশ্লিষ্ট দপ্তর	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা সমবায় বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্র নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়ী নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্ব-নির্ভর সমিতি গড়ে তোলা	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	১। সরকারি ২। উপজেলা পরিষদ ৩০০০০০/-	৮০০ জন	সরকারি বরাদ্দ উপজেলা পরিষদ।
২.	জন সচেতনতা বৃদ্ধি	সমবায় সমিতির সম্পে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করণ	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	উপজেলা পরিষদ ১৮০০০০ -	৯০০০ জন	উপজেলা পরিষদ।
৩.	বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি	নেতৃত্বের অভাবে যেন সমবায় সমিতি বন্ধ না হয়ে যায়।	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	সমবায়ীদের সহযোগীতা ১০০০০০/-	১০০০০ জন	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।
৪.	নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	নারীদের সমবায় সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	সমবায়ীদের সহযোগীতা ১০০০০০/-	৫০০ জন নারী	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।
৫.	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সমিতির কর্মচারীরা দক্ষ হলে সমিতির কাজে গতিশীলতা আসে।	সমিতি ভিত্তিক।	সমবায়ীদের সহযোগীতা ৩০০০০০/-	১৫০ জন কর্মচারী	সমবায় সমিতির অর্থায়নের মাধ্যমে।

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং		সময়, পরিমাণ/সংখ্যা ও বাজেট										কার কী দায়িত্ব		মন্তব্য
		১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)				
		পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	পরিমাণ	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ওপরিবীক্ষণ	
১.	প্রশিক্ষন প্রদান	-	-	প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে ১টি	২৫০০০০/-	-	-	প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে ১টি	১৫০০০০/-	-	-	১। সরকারিভাবে ২। উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ	
২.	জন সচেতনতা বৃদ্ধি	-	-	সেমিনার প্রতি ইউনিয়নে ১টি	২৫০০০০/-	সেমিনার প্রতি ইউনিয়নে ১টি	২৫০০০০/-	-	-	সেমিনার প্রতি ইউনিয়নে ১টি	২৫০০০০/-	উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ	
৩.	বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি	-	-	-	-	-	-	১০০ জন	১০০০০০/-	-	-	সমবায় সমিতি ও সমবায় অফিস	সমবায় অফিস	
৪.	নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	২৫ জন	১০০,০০০ -	২৫জন	১০০,০০০/-	২৫ জন	১০০০০০/-	২৫ জন	১০০০০০/-	২৫ জন	১০০০০০/-	সমবায় সমিতি ও সমবায় অফিস	সমবায় অফিস	
৫.	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	০১টি	৫০,০০০/-	২টি ব্যাচ	১০০০০০/-	০৩টি ব্যাচ	১,৫০,০০০/-	৪টি ব্যাচ	২০০,০০০০/-	০৫টি ব্যাচ	২,৫০,০০০ -	উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে	সমবায় অফিস	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকার ভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সঠিক সময়ে বরাদ্দ প্রয়োজন	কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে	নিদৃষ্ট প্রকল্পের খাতে	চাহিদা মোতাবেক রাজস্ব/প্রকল্প	২,০০,০০০ জন	দরপত্রের মাধ্যমে
২।	জন সচেতনতা বৃদ্ধি	সরকারী কাজের স্বার্থে	প্রতি ইউনিয়নে/গ্রামে	চাহিদা মোতাবেক উপজেলা পরিষদ তহবিল	৩,২০,০০০ জন	উপজেলা পরিষদ তহবিল হইতে
৩।	প্রশিক্ষণ প্রদান	দক্ষতা বৃদ্ধি	প্রতি ইউনিয়নে/গ্রামে	চাহিদা মোতাবেক রাজস্ব/প্রকল্প	৩,৫০,০০০ জন	রাজস্ব/উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হইতে
৪।	গ্রামীন সড়ক সমুহে রাতের বেলায় অন্ধকার দূরী করনে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন।	জনস্বার্থে	প্রতি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে	চাহিদা মোতাবেক উপজেলা পরিষদ তহবিল	উপজেলার সকল জনসাধারন	উপাজেলা পরিষদ তহবিল হইতে

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

ক্র/নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)		কার কী দায়িত্ব		মন্তব্য
		পরিমাণ/ সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ/ সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ/ সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ/ সংখ্যা	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১।	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬ টি	৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা	৭ টি	৪০৬.০০ লক্ষ টাকা	৫ টি	২৯০.০০ লক্ষ টাকা	৭ টি	৪০৬.০০ লক্ষ টাকা	৮ টি	৪৬৮.০০ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
২।	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত	১৫ টি	৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা	১২ টি	৫৮৬.০০ লক্ষ টাকা	১৪ টি	৬৯০.০০ লক্ষ টাকা	১৬ টি	৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা	১২ টি	৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
৩।	ব্রীজ/কালভার্ট	১০ টি	২০০.০০ লক্ষ টাকা	৯ টি	১৮৫.০০ লক্ষ টাকা	১৫ টি	৩৫০.০০ লক্ষ টাকা	৮ টি	২৫০.০০ লক্ষ টাকা	১২ টি	৩৭০.০০ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
৪।	সরকারী আবাসিক বাসা বাড়ী নির্মাণ/ মেরামত	২ টি	১৫০.০০ লক্ষ টাকা	৩ টি	২১০.০০ লক্ষ টাকা	২ টি	১২০.০০ লক্ষ টাকা	৩ টি	১৭০.০০ লক্ষ টাকা	২ টি	১১০.০০ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
৫।	খাল খনন/স্লুইচ গেট	১ টি	৩৫০.০০ লক্ষ টাকা	২ টি	৭৭০.০০ লক্ষ টাকা	১ টি	৩৬০.০০ লক্ষ টাকা	২ টি	৭৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩ টি	৯৮০.০০ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
৬।	গ্রামীন সড়ক সমুহে রাতের বেলায় অন্ধকার দূরীকরনে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন।	২৫ টি	১৫ লক্ষ টাকা	২৫ টি	১৫ লক্ষ টাকা	২৫ টি	১৫ লক্ষ টাকা	২৫ টি	১৫ লক্ষ টাকা	২৫ টি	১৫ লক্ষ টাকা	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	
৭।	দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	১টি	১.৫ লক্ষ	১ টি	১.৫ লক্ষ	-	-	২টি	৩ লক্ষ	১টি	১.৫ লক্ষ	রাজস্ব / প্রকল্প	উপজেলা প্রকৌশলী	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা বন বিভাগের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	অর্থের উৎস	কাজের পরমান	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
০১	সংযোগ সড়ক বাগান সৃজন	জলবায়ু ক্ষতির প্রভাব মোকাবেলায় ভূমিকা	বাংলাদেশ সরকার	৫.০ কিঃ মিঃ	১ লক্ষ টাকা	৫০ জন	
০২	২য় আবর্তের বাগান সৃজন	দারিদ্র বিমোচন	বাংলাদেশ সরকার	১০.০ কিঃ মিঃ	২ লক্ষ টাকা	১০০ জন	
০৩	চারা উত্তোলন	বিনা মুল্যে জনসাধারনের মধ্যে চারা বিতরন	বাংলাদেশ সরকার	২০,০০০টি	২ লক্ষ টাকা	....	
০৪	অফিস গৃহ মেরামত ও গেইট নির্মান	অর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	১।২০র ১২ সাইজের নার্সারী বেড	২ লক্ষ টাকা	....	
০৫	নার্সারীর পূর্ব দিকে নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান	অর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	২।২০ লম্বা সাইজের গেইট নির্মান	২ লক্ষ টাকা	....	
০৬	চারা উত্তোলনের জন্য মাঠ ভরাট	অর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	৬০ লম্বা বাউন্ডারী	২ লক্ষ টাকা	....	

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

ক্র/ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০১৯-২০)		২য় বছর (২০২০-২১)		৩য় বছর (২০২১-২২)		৪র্থ বছর (২০২২-২৩)		৫ম বছর (২০২৩-২৪)		কার কী দায়িত্ব		মন্তব্য
		পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	পরিমাণ / সংখ্যা	বাজেট	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১।	সংযোগ সড়ক বাগান সৃজন	৩ টি	৩ লক্ষ	-	-	৩ টি	৩ লক্ষ	৩ টি	৩ লক্ষ	-	-	রাজস্ব/ উপজেলা পরিষদ	উপজেলা বন কর্মকর্তা	
২।	২য় আবর্তের বাগান সৃজন	-	-	২ টি	৪ লক্ষ	-	-	-	-	৪ টি	৮ লক্ষ	রাজস্ব/ প্রকল্প	উপজেলা বন কর্মকর্তা	
৩।	চারা উত্তোলন	১ লক্ষ	০৫ লক্ষ	১ লক্ষ	০৫ লক্ষ	১ লক্ষ	০৫ লক্ষ	১ লক্ষ	০৫ লক্ষ	১ লক্ষ	০৫ লক্ষ	রাজস্ব/ প্রকল্প	উপজেলা বন কর্মকর্তা	
৪।	অফিস গৃহ মেরামত ও গেইট নির্মান	-	-	১টি	২ লক্ষ	-	-	-	-	১টি	২ লক্ষ	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা বন কর্মকর্তা	
৫।	নার্সারীর পূর্ব দিকে নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান	-	-	-	-	১টি	১ লক্ষ	-	-	-	-	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা বন কর্মকর্তা	
৬।	চারা উত্তোলনের জন্য মাঠ ভরাট	১টি	৫০ হাজার	১টি	৫০ হাজার	১টি	৫০ হাজার	১টি	৫০ হাজার	১টি	৫০ হাজার	রাজস্ব/ প্রকল্প	উপজেলা বন কর্মকর্তা	

উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

নাগেশ্বরী উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম
কুড়িগ্রাম জেলা।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের উৎস ও পরিমাণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	সেলাই প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	নারী উন্নয়নের জন্য	৯টি ইউনিয়ন পরিষদে	এডিপি, উপজেলা পরিষদ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল, এলজিএসপি/সরকারী যে কোন বরাদ্দ	প্রতি ইউনিয়নে ৩০ জন হারে ২৭০ জন	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
০২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতন সভা	নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করা	ইউনিয়ন পরিষদ ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	ঐ	প্রতি ইউনিয়নে ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন হারে ১২০ জন হারে ৬ টি ইউনিয়নে ৭২০ জন	আলোচনা সভা-সেমিনার/র‌্যালি
০৩	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধে সচেতনমূলক সভা	নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করা	ঐ	ঐ	প্রতি ইউনিয়নে ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন হারে ১২০ জন হারে ৬টি ইউনিয়নে ৭২০ জন	ঐ
০৪	মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনমূলক সভা	পরিবার ও সমাজকে সচেতন করা	ঐ	ঐ	প্রতি ইউনিয়নে ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন হারে ১২০ জন হারে ৬টি ইউনিয়নে ১২০ জন	ঐ
০৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	নারী উন্নয়নের জন্য	ইউনিয়ন পরিষদ	এডিপি, উপজেলা পরিষদ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল, এলজিএসপি/সরকারী যে কোন বরাদ্দ	প্রতি ইউনিয়নে ২৫ জন হারে ১৫০ জন	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২০-২১)		২য় বছর (২০২১-২২)		৩য় বছর (২০২২-২৩)		৪র্থ বছর (২০২৩-২৪)		৫ম বছর (২০২৪-২৫)	
		কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সেলাই প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	৩০টি	৩০০০০০/-	-	-	৩০টি	৩০০০০০/-	৩০টি	৩০০০০০/-	-	-
২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতন সভা	৬ টি	৩০০০০০/-	৬ টি	৩০০০০০/-	৬ টি	৩০০০০০/-	৬ টি	৩০০০০০/-	৬ টি	৩০০০০০/-
৩	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধে সচেতনমূলক সভা	১২ টি	৩০,০০০/-	১২ টি	৩০,০০০/-	১২ টি	৩০,০০০/-	১২ টি	৩০,০০০/-	১২ টি	৩০,০০০/-
৪	মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনমূলক সভা	-	-	-	-	-	-	৩৬ টি সভা/ সেমিনার	৯,০০,০০০/-	-	-
৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	-	-	১টি	২০০০০০/-	১টি	২০০০০০/-	১টি	২০০০০০/-	১টি	২০০০০০/-

নাগেশ্বরী উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের প্রাথমিক তথ্যাদি:

রামখানা ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	রামখানা
০২	আয়তন (বকিমি)	৭৬.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	১১১৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৫ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৩ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৪৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	৩৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৬%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৩৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আব্দুল আলীম সরকার
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১২টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,৫০,০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৭০,১৫০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	৫৭৮৩৮৬১/=

রায়গঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্যঃ

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	২নং রায়গঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ।
০২	আয়তন (বকিমি)	৬০ বর্গ কিমি ।
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	১৮টি ও ০৪টি ।
০৪	খানার সংখ্যা	৭৮৮৫ টি ।
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	০৩টি ।
০৬	জলমহালের সংখ্যা	নাই ।
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩২,০০০ প্রায় ।
০৮	ভোটার সংখ্যা	১৭,৬৯৪ জন ।
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৪৬% ।
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৬,৫৬২ ।
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	আ.স.ম আব্দুল্যাহ আল ওয়ালীদ (মাসুম)
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস,এস,সি ।
১৩	প্রথম সভার তারিখ	১১/০৮/২০১১ইং ।
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯টি ।
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৬টি ।
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৪টি ।
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি ।
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৪,৯১,৭০০ টাকা ।
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	১,৭,১৯০ টাকা ।
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	২,৯০,৮৪৪ টাকা ।
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	২,৪১,৭৮৭ টাকা ।
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৮৬,৫৯,৭৮৪ টাকা ।

বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্যঃ

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	বামনডাঙ্গা
০২	আয়তন (বকিমি)	২১.১৭ বঃ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৬টি
০৪	খানার সংখ্যা	৫০৪২টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	-
০৬	জলমহালের সংখ্যা	০২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	১৮,২৫৮ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১২,৭২৩জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৩৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৫৯৬৯
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আমজাদ হোসেন সরকার
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এম এসসি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৪/৮/২০১১খ্রিঃ
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৫টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০২টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,০০০০০ টাকা
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৪,৫০০ টাকা
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৩৭,৬৫০/-
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	২৯,৫৫০/-
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৪৮,৭৫,০১৫/-

বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্যঃ

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	বেরুবাড়ী
০২	আয়তন (বকিমি)	২৮.১৭ বঃ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৭টি
০৪	খানার সংখ্যা	৫০৪২টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	-
০৬	জলমহালের সংখ্যা	০২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	১৮,২৫৮ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১২,৭২৩জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৩৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৫৯৬৯
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আব্দুল মোতালেব
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৪/৮/২০১১খ্রিঃ
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৫টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০২টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	২,৫০,০০/- টাকা
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৪৭,৬৫৫/- টাকা
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	২০,০০০/-
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	১৭,০০০/-
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৫৯,১৫৫/-

সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	সন্তোষপুর
০২	আয়তন (বকিমি)	৭৪.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৯৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৭ টি
০৬	জলমহ`লের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ লিয়াকত আলী (লাকু)
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্য`	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,০০০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৫০,০০০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	২৯৮০৭৮৩৮৬১/=

নেওয়াশী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	নেওয়াশী
০২	আয়তন (বকিমি)	২১.১৭ বঃ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৬টি
০৪	খানার সংখ্যা	৫০৪২টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	-
০৬	জলমহালের সংখ্যা	০২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	১৮,২৫৮ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১২,৭২৩জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৩৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৫৯৬৯
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আমজাদ হোসেন সরকার
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এম এসসি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৪/৮/২০১১খ্রিঃ
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৫টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০২টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৭,৬১,২৫০/- টাকা
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৭,৬১,১২৫/- টাকা
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	১,৮,৭৫১/-
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	১৭,০০০/-
২৩	বার্ষিক বাজেট	২,৭৭,৮৫০/-

হাসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	হাসনাবাদ
০২	আয়তন (বকিমি)	৭১.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৯৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৭ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ গোলাম মাওলা আজাদ (বাবলু)
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৩,৯৯,৭৫০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	১,৩৪,০০০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৩৪,৪৪০/=

ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	ভিতরবন্দ
০২	আয়তন (বকিমি)	৬৮.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৬ টি
০৪	খানার সংখ্যা	১০৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৭ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আমিনুল হক খন্দকার (বাচ্চু)
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৫,১৮,০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	২,৬৮৫/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৯৩০৩৫৫৩/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৪,৫০,৮০৮/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৯৪,২৫৯/=

কালীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	কালীগঞ্জ
০২	আয়তন (বকিমি)	২৪.২২
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	গ্রামঃ ৩৭, মৌজাঃ ০৩ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৫১২৮ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	০২ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	০২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	২২৭৭১ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১৪১৬১ জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৪০%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	১৭৩৮৭ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ মতিয়ার রহমান ব্যাপারী
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচ, এস, সি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৪/০৮/২০১১
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের সংখ্যা	১৫ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৪ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৩ টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৪,৮৬,৩০০ টাকা
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	১,৪১,৬৬৭ টাকা
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৯৪,৩৩৮ টাকা
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৬৫,৪০৩ টাকা
২৩	বার্ষিক বাজেট	৬৮,৬৬,২৬২ টাকা

নুনখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	১১নং নুনখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ
০২	আয়তন (বকিমি)	৩০.৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	২৪/৬
০৪	খানার সংখ্যা	৫৩০০
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৪টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	নাই
০৭	মোট জনসংখ্যা	২৭,৭৫৬
০৮	ভোটার সংখ্যা	৯৯৯৪ জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৩৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	১৮২৬৪
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ শাহাবুল হোসাইন (সাবুল)
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এম, এ (বাংলা)
১৩	প্রথম সভার তারিখ	৭/৮/২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	২টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৯০,০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	নাই
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৮০,০০০/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৮০,০০০/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,০০৩৯,৩৪৩/=

নারায়ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	নারায়ণপুর
০২	আয়তন (বকিমি)	৪৭ বর্গ কি.মি.
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	১১ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৫৬০৫ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	০২ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	-
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৪,১২০ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১৬,২০৭ জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৪৭%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	১৪,৭০৫ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ মজিবর রহমান
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অষ্টম শ্রেণি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	১০/০৮/২০১১
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৪টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০১টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	২,০০,০০০ টাকা
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৫০,০০০ টাকা
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৪,৭৪,২৮২ টাকা
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৪,৭৪,২৮২ টাকা
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৫৪,০৪,২৮৪ টাকা

বল্লভেরখাস ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	বল্লভেরখাস
০২	আয়তন (বকিমি)	৭০.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৯৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৭ টি
০৬	জলমহ`লের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আকমল হোসেন
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্য`	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	২,৭৫০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	২৪,০০০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	২৯,৫৮২/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	২৩৫৫৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	৬৭৮৩৮৬১/=

কেদার ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	কোদর
০২	আয়তন (বকিমি)	৭০.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজ'র সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৯৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৭ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৯১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ মাহবুবুর রহমান
১২	শিক্ষাগত যে'গ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য'	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৪,৭৪,০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৬০,০০০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৪৬,৮০০/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৩৩,১৭৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	৮৭৮৩৮৬১/=

কচাকাটা ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	কচাকাটা
০২	আয়তন (বকিমি)	৭৪.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	০৫ টি
০৪	খানার সংখ্যা	৮৬৩৯ টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৫ টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৫ টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৪৩১০৩ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	৩৪০৮২জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৭৫%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	২৪০৩১ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ আব্দুল আউয়াল
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৫%
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৭-০৮-২০১১ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	০৯ টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩ টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,০০০০০/=
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৫০,০০০/=
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৮৩০৩৫৫৩/=
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৮৩০৩৫৫৩/=
২৩	বার্ষিক বাজেট	৯০৭৮৩৮৬১/=